চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার দুই শততম বর্ষপূর্তি ও আমার ভিন্নমত প্রসঙ্গে কিছু কথা

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

প্রাসঙ্গিক কথা

চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার দুইশততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের জন্য বর্তমানে খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জোর প্রস্তুতি চলছে। বিশেষভাবে নতুন প্রজন্ম যারা বিগত দুই দশকের মধ্যে চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসা হতে কোন না কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারনার অধিকারী নয় তারাই এ অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে। বলতে গেলে তারা মহাসমারোহে এ দুইশততম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য খুবই আবেগ আপ্লুত। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা দ্রুত অগ্রসরমান, যেন পেছনের দিকে ফিরে দেখার সময় নেই। কারও কোন ভিন্নমত বা যুক্তি শ্রবনের ফুরসৎও নেই। স্বপ্ন একটিই। আজ থেকে দু'শ বছর পূর্বে তথা ১৮১০ সালের কোন এক শুভদিনে যে প্রতিষ্ঠানটির গোড়া পত্তন হয়েছিল সেই স্মৃতিকে ধারণ করার। এবং চুনতীর অতি সম্মানিত এক মুরব্বী ও সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রা:) এর খলীফা হযরত মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) কর্তৃক যে মহৎ কর্মটি সম্পাদিত হয়েছিল তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। কিন্তু এরা যখন শুনতে পায় যে আমিই চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার দুইশত বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপনের এ ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করছি তখন অনেকে আশ্চর্যান্বিত হয়, আবার অনেকে আমার এ অনমনীয় মনোভাবকে এক অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে, এমনকি বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করতেও কুণ্ঠিত বোধ করে না। পক্ষান্তরে কিছু ভাই এমনও রয়েছেন যারা মনে করছেন ড. রফীকের অবস্থান হয়তবা সঠিক। কিন্তু সাধারণের আবেগ (general sentiment) এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে লাভ কি? কাজেই স্রোতের অনুকুলে থাকাই নিরাপদ।

মূলত: এ দুইশততম বার্ষিকী উদযাপন বিষয়ে আমি কেন ভিন্নমত পোষণ করছি? কারও মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করার বা কারও ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে না একটি বাস্তবতাকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে আমার এ অবস্থান তা ব্যাখ্যা করার জন্য এবং আমার পক্ষে অন্য কোন অবস্থান গ্রহণের সুযোগ ছিল কিনা তা বর্ণনা করার জন্যই এ লেখাটির প্রয়াস। আমি একান্তভাবে আশা করব আমার এ লেখাটি কোন রকম পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন বা কর্তন বিয়োজন ছাড়া হুবহু প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

হাকীমিয়া মাদ্রাসার সাথে আমার সম্পর্ক

আমি চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসা হতে পাশ করা ছাত্রদের অন্যতম হিসেবে বলতে পারি যে আমার দৃষ্টিতে এ মাদ্রাসাটি এমন এক অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রতিষ্ঠান যার একজন নগন্য শিক্ষার্থী হওয়ার সুযোগটিকে আমার জন্য সর্বদাই একটি সৌভাগ্যের বিষয় বলে বিবেচনা করে এসেছি। এ প্রতিষ্ঠানেই আমার শিক্ষা জীবনের প্রথম হাতে খড়ি। এখান থেকে ১৯৬৫ সালে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি ঢাকা আলিয়ায় কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হই এবং ঢাকা আলিয়া হতেই ১৯৬৭ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। আমি বিশ্বাস করি এ গৌরবের পেছনে আমার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের চাইতেও চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার সাথে যে সব বুজর্গদের রুহানী ফুয়ুযাতের সম্পর্ক আছে তার প্রভাবই সমধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। আমরা যে সব শিক্ষকদের কাছে শিক্ষা লাভ করেছি তারা নিয়মিতভাবে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে যে দু'আর আয়োজন করে থাকতেন সে কারণে চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসা এমন অনেক কৃতি ছাত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

আমি ১৯৬৭ সালে কামেল পাশ করার পর থেকেই অব্যাহত রাখি এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার ধারা। তবে নিয়মিত শিক্ষকতার পেশায় নয়, বরং একজন স্বেচ্ছাসেবী রূপে। অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় থেকে নিয়ে আমি যখনই ছুটিতে বাড়ী আসতাম তখন চুনতী মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে পাঠদান ছিল আমার একটি রুটিন কর্ম। এ সুবাদে ১৯৬৭ সালের পর থেকে ১৯৮৬ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুরে যোগদান পর্যন্ত যারা কোন না কোন স্তরে চুনতী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছাত্র-শিক্ষকের। এম এ পাশ করার পর ১৯৭৬ সালে আমি চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে প্রায় এক বছর দায়িত্ব পালন করি। বলা বাহুল্য এ বছরই হাকীমিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা কামিল ক্লাশের অনুমতি লাভ করে। ১৯৭৬ সালের শেষ নাগাদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর থেকে পরবর্তী দশ বছর পর্যন্ত চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্বও পালন করি। যখনই আমার উপর চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা আমি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করেছি। কখনও এ দায়িত্বকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে গ্রহণ করিনি। এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্ঠি অর্জনই ছিল আমার একান্ত উদ্দেশ্য।

চুনতী হাকীমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রদের প্রাণ প্রিয় সংগঠন **আনজুমানে তোলাবায়ে সাবেকীন** অত্র মাদ্রাসা হতে পাশ করা ছাত্রদের কাছে এমন একটি প্রিয় নাম যা হাকীমিয়া মাদ্রাসায় কোনও এক কালে অধ্যয়নরত সকল ছাত্রের অন্তরে একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এ সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রদের অনেক মিলন মেলা, প্রকাশিত হয়েছে অনেক স্মরনিকা। এ সংগঠনটি হাকীমিয়া মাদ্রাসার উন্নয়নে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতেও সক্ষম হয়েছে। আমার জন্য সৌভাগ্যই বলা যায় যে আমাকে এ সংগঠনের কিছুদিন সেক্রেটারী ও পরবর্তী কালে একাধিকবার এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করতে হয়েছে। আমার মনে পড়ে এ সংগঠনের উদ্যোগে প্রথম স্মরনিকাটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে হাকীমিয়া মাদ্রাসার প্রিয়তম শিক্ষক ও মাদ্রাসার হেড মৌলানা মরহুম মৌলানা মুজাফফার আহমেদের আকস্মিক মৃত্যুর অব্যবহতিকাল পর পরই। এ স্মরণিকাটির নাম ছিল **'আহে বুলবুল'** এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করতে হয় আমাকেই। পরবর্তীতে আনজুমানে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের যে কটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে এসবগুলোর সম্পাদকও ছিলাম আমি এবং এগুলোর সবকটিই **'আনজুমান'** নামে প্রকাশিত হয়। এভাবে চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসা নামক প্রতিষ্ঠান এবং আনজুমানে তোলাবায়ে সাবেকীন নামক সংগঠনটির সাথে আমার সম্পর্ক এমন গভীর হয় যে আমি কখনও এর থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবতে পারিনি।

হাকীমিয়া মাদ্রাসার দুইশততম বর্ষপূর্তি বিষয়ে আমার ভিন্নমত কেন?

চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার দুইশততম বার্ষিকী উদযাপন নিয়ে এখন আনজুমানে তোলাবায়ে সাবেক্বীন ও আমার অবস্থান ভিন্ন কেন? সে প্রশ্ন এখন অনেকের। এবং আমার নিজের কাছেও ইহা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয় যে আমি কেন তোলাবায়ে সাবেক্বীনের আম জনতার সাথে সঙ্গ দিয়ে এ বিশাল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারছিনা? এখানে আমি এসব প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দানের এবং আমার অপারগতার কারণ সমূহ তুলে ধরার প্রয়াস পাব। যা নিম্নরূপ:

এক. সকল পুরাতন রেকর্ড পত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৩৭ সাল। এ নিয়ে পূর্বে কখনও কোন বিতর্ক ছিল না। আমি ১৯৫৪ সাল হতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অত্র মাদ্রাসার ছাত্র ছিলাম। ১৮১০ সালে মরহুম মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) এর পবিত্র হস্তে চুনতী মাদ্রাসার গোড়া পত্তন হয় এ রকম একটি বক্তব্য সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম অবহিত হই ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত মাদ্রাসার বার্ষিক রোয়েদাদের মাধ্যমে ও আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মরহুম মৌলানা ফজলুল্লাহ সাহেবের আমলে। এ নতুন তথ্যটি ছিল চুনতী মাদ্রাসার জন্য একটি নতুন আবিষ্কারের সমতুল্য। তখন আমরা ফাজিল শ্রেণীর

ছাত্র। স্বাভাবিকভাবে অন্যদের মত আমরাও এতে বেশ পুলকিত বোধ করেছিলাম। কারণ এ বক্তব্যের ফলে যে প্রতিষ্ঠানটির বয়স ছিল তখন ২৭ বছর মাত্র, হঠাৎ এর বয়স হয়ে গেল ১৫৪ বছর। তা কি কম গৌরবের কথা? পরবর্তীতে চুনতী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল ১৮১০ সাল এ কথাটি বার্ষিক সভার পোষ্টারেও স্থান করে নেয়। কিন্তু মাদ্রাসার প্যাড ও সীলে ১৯৩৭ সাল কথাটি নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

দুই. ১৯৮৫ সালে নিয়মিত ধারাবাহিকতায় আনজুমানে তোলাবায়ে সাবেক্বীন চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রদের এক মিলন মেলার আয়োজন করে এবং এ উপলক্ষে প্রকাশিত হয় **আনজুমানের** এক বিশেষ সংখ্যা। এ সংখ্যাটি নিবেদিত হয় চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার ১৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। উল্লেখ্য যে **আনজুমানের** এ সংখ্যাটিও প্রকাশিত হয় আমারই সম্পাদনায়।

১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত **আনজুমান** স্মরনিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমার শ্রদ্ধেয় মামা মরহুম মৌলানা হাবীব আহমদ যিনি দীর্ঘদিন চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার প্রধান এবং পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন তিনি আমাকে ডেকে বললেন: "তোমরা চুনতী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল হিসেবে যে ১৮১০ সালের কথা উল্লেখ করেছ তা কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। আসল সত্য হচ্ছে এই, এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৭ সালেই প্রতিষ্ঠিত এবং মরহুম মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) এর পূন্যময় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এর নামকরণ করা হয় **"হাকীমিয়া"** মাদ্রাসা রূপে।

তিন. মরহুম মৌলানা হাবীব আহমদ এর এ ঘোষণার পর আমার বোধোদয় ঘটে। কারণ আমার বিশ্বাস যে তিনি এমন কোন কথা বলবেন না যে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন। পরবর্তীতে আমি নিজেও এ ব্যাপারে আরো স্টাডী করতে লাগলাম। আমার তদন্তে যে বিষয়টি বেরিয়ে এসেছে তা হচ্ছে এই, মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) কর্তৃক ১৮১০ সালে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তনের সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়। কারণ মরহুম মৌলানা আব্দুল হাকীম ছাহেবের কনিষ্ট ছেলে কাজী ইসমাইল সাহেব যাঁকে আমরাও জীবদ্দশায় পেয়েছি, তিনি ১৯৬১ সালে আনুমানিক ৮৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এ হিসেবে তার জন্ম সন দাঁড়ায় ১৮৭৫-৭৬ এ সময় তাঁর পিতার বয়স (একজন সন্তানের জনক হিসেবে) বড় জোর ৭৫ বছর ধরা হলেও তাঁর জন্ম তারিখ দাড়ায় ১৮০০ সাল নাগাদ। অতএব দেখা যায় যে ১৮১০ সালে তার বয়স হবে ১০ বছর। এ বয়সে কেউ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন করবেন তা বাস্তবতা বিবর্জিত।

চার. ১৯৯৬ সালে আনজুমানের যে স্মরণিকাটি আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আমি ১৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিবেদিত সংখ্যাটির ভুল সংশোধনী পেশ করি এবং এতে মরহুম মৌলানা হাবীব আহমদ কর্তৃক রচিত একটি প্রবন্ধও প্রকাশ করা হয়। এ প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন মরহুম মৌলানা আব্দুল হাকীম কর্তৃক ১৮১০ সালে কোন প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তনের সম্ভাবনা মোঠেই নেই। উল্লেখ্য যে মরহুম মৌলানা হাবীব আহমদ রচিত উক্ত প্রবন্ধটি তাঁর উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত স্মরণিকা গ্রন্থ **মুযাক্কিরাতে** পুন প্রকাশিত হয়েছে।

পাঁচ. ২০১০ সালে ঢাকাস্থ চুনতী সমিতি কর্তৃক **অনুপ্রাশ** নামক একটি স্মরনিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিল সাজ্জাদ খান। এ স্মরণিকাতে চুনতীর অন্যতম কৃতি সন্তান জনাব শফীকুল আজীম খান ছিদ্দীকি বিরচিত একটি প্রবন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে মরহুম মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) এর জন্ম সন ১৮০০ সাল। তিনি যে নিশ্চিত না হয়ে কোন কিছু লিখবেন না তা সন্দেহাতীত। অতএব এরপর আর কি প্রশ্ন থাকতে পারে যে ১৮১০ সালে মরহুম মৌলানা আব্দুল হাকীম কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তনের বিষয়ে প্রচলিত কথাটির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই?

ছয়. ড. মুঈন উদ্দীন আহমদ খান, যিনি নিজেও একজন প্রখ্যাত গবেষক ও ইতিহাস বিশারদ তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বিষয়ে মত বিনিময় করেছি। তিনিও দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে ১৮১০ সালে চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার গোড়াপত্তনের বিষয়টি সঠিক নয় এবং এর ভিত্তিতে দুইশততম বার্ষিকী উদযাপন অযৌক্তিক। আমার প্রশ্ন দুইশততম বার্ষিকী উদযাপনকারী ভাইয়েরা ড. মুঈন উদ্দীন আহমদ খানের সাথে পরামর্শ না করে এমন একটি সিদ্ধান্ত নিতে গেলেন কিভাবে?

সাত. জনাব মাষ্টার আবু জাফর ছিদ্দীক, যিনি দীর্ঘকাল চুনতী হাকীমিয়া আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং যিনি চুনতী এলাকার সর্বাধিক ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত তাঁর সাথেও আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেছি। তিনিও ব্যর্থহীন ভাষায় আমাকে জানিয়েছেন যে ১৮১০ সালে মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) কর্তৃক চুনতী মাদ্রাসার ভিত্তি প্রস্থর স্থাপিত হয় এ কথাটি সত্য নয়। বরং সত্য হচ্ছে এই ১৮৮৩ সালে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের (ওয়াজিহুল্লাহ খাঁ) মৃত্যুর পর তাঁরই ইচ্ছায় সামিয়া মাদ্রাসা নামক একটি প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তন করা হয়। যদি মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) কর্তৃক ইতিপূর্বে কোন প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হয়ে থাকতো তাহলে পিতার নাম বাদ দিয়ে পুত্রের নামে এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ কি মোঠেই সম্ভব ছিল?

আট. এ বছরের (২০১০) গোড়ার দিকে (সম্ভবত ফেব্রুয়ারী মাসে) চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসায় দুইশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত একটি সভায় আমি মৌং আব্দুল হাকীম (রা:) কর্তৃক কোন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপনের কোন সম্ভাবনা নেই কথাটি যুক্তি সহকারে তুলে ধরলে আমার স্নেহাস্পদ ভাই ও নাতী সাজ্জাদ হোসাইন আমাকে প্রশ্ন করেছিল মৌং আব্দুল হাকীম (রা:) কর্তৃক এ প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়নি একথাটি স্বীকার করে নিলেও এ সম্ভাবনাকে তো উড়িয়ে দেয়া যায় না যে অন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত সালে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আমি উত্তর দেই যে সে সম্ভাবনাকে আমি অস্বীকার করছিনা। তবে একটি নিচক সম্ভাবনার ভিত্তিতে তো এ জাতীয় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায় না।

আমি জানতে পারলাম যে আমার এ কথাটি এখন দুইশত বছর পুর্তির পক্ষে যুক্তি হিসেবে দাড় করা হচ্ছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারব কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ১৮১০ সালে চুনতীতে একটি মাদ্রাসার আনুষ্ঠানিক গোড়া পত্তন করেছিলেন আমরা কিভাবে তার ভিত্তিতে দুইশততম বার্ষিকী উদযাপনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারি?

নয়. কোন প্রতিষ্ঠানের দুইশততম বার্ষিকী উদযাপন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যাকে আমরা তুলনা করতে পারি ইতিহাসের বুকে ২০০ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন একটি মিনার নির্মাণের সাথে। এর জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যে সন্দেহতীতভাবে ইতিহাসের ঐ দিনে এ প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হয়েছিল কিনা? তা নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহের চোরাবালীতে এমন একটি সুউঁচু মিনার নির্মাণ সম্ভব নয়, যার কোন ভিত্তি নেই। এমতাবস্থায় এ মিনারটির ধ্বংস অনিবার্য। ইতিহাস সৃষ্টি হয় সুস্পষ্ট দিবালোকে এবং যথার্থ তথ্যের ভিত্তিতে। আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়।

দশ. দুইশততম বর্ষপূর্তির বিষয়টি নিয়ে আমি শ্রদ্ধেয় মৌলানা মাহফুজুর রহমান ছিদ্দীকির সাথেও মত বিনিময় করেছি। তিনিও আমাকে ১৮১০ সালে মরহুম মৌং আব্দুল হাকীম কর্তৃক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক কোন প্রতিষ্ঠানের গোড়সপত্তন ঘটেছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত কোন তথ্য দিতে পারেননি। তবে আমি তাঁর কাছে এ জন্য কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলীল সরবরাহ করেছেন যাতে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার যাত্রা শুরু হয় ১৯৩৭ সালের ২৭ শে নভেম্বর তারিখে। এ দলীলটি হচ্ছে চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির প্রথম সম্পাদক মরহুম কাজী ফৈয়াজুর রহমান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন যা তিনি ১৯৩৮ সালের ২৫শে আগষ্ট

তারিখে অনুষ্ঠিত অত্র মাদ্রাসার প্রথম বার্ষিক সভায় পেশ করেছিলেন। এ প্রতিবেদনটি **আনজুমন স্মরণিকা** ২০০৬ সংখ্যায় মূল উর্দ্দু পাঠ সহ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে এর পরেও কারো কোন সন্দেহ থাকলে তাঁকে এ স্মরনিকাটি পাঠ করার আহবান জানাচ্ছি। মরহুম কাজী ফৈয়াজুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত এ প্রতিবেদনের দুয়েকটি উক্তি (Qoutation) সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করছি।

১. "বর্তমান মাদ্রাসাটি যা পূর্ববর্তীকালে সুপথগামী সুখ্যাতির অধিকারী সম্মানিত চাচাজান মৌলানা ওয়াজীহুল্লাহ খান ছিদ্দীকি তথা যাঁর উপাধি ছিল ছদরুছ ছুদুর তাঁর পৃষ্টপোষকতায় ১৮৮৩ সালে উত্তরের পাহাড়ের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার একটি ধারাবাহিকতা, যার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন জনাব মৌলানা ফৌজুল কবীর খান।"

২. "একজন সত্যিকার মুহসিন ও দেশ দরদী মৌলভী আব্দুল গনি এসে এক দু:সাহসিক পদক্ষেপ নিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার সুফল হলো এই, এতদিনের মকতবটি এবার চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার নাম ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করল। ২৪শে নভেম্বর ১৯৩৭ সাল (ভুলে বাংলা অনুবাদে ১৯৩৮ ছাপানো হয়েছিল) দারুল উলুম মাদ্রাসার হেড মৌলানা নজীর আহমদ ছাহেব লোহাগাড়া নিবাসী মৌলানা আব্দুস ছুবহান মুনতাজুল ফুকাহাকে মাদ্রাসায় এনে বসিয়ে দিলেন। জাতির শুভাকাংখী ও দেশ প্রেমিকগণ পূণরায় আরেকটি সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করলেন এবং প্রানান্তকর চেষ্টার সাথে এ ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। এতঞ্চলের সম্মিলিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে রীতিমত একটি পরিচালনা কমিটি গঠিত হল। ২৪ জন ছাত্র ও একজন শিক্ষক নিয়ে এর গোড়া পত্তন করা হয়।"

৩. "১১ই জুলাই ১৯৩৮ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে মাদ্রাসাটি সিনিয়র শ্রেনী পর্যন্ত খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মৌলানা নূরুল হুসাইন মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন রিসার্চ স্কলারকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে এবং মৌলভী মুনতাসিরুল ইসলাম (বি এ) সাহেবকে হেড মাষ্টার পদে নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত হয়।"

এগার. আমরা আবেগের বশবর্তী হয়ে সকলে মিলে চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার দুইশততম বর্ষ পূর্তি উদযাপনের মতো একটি জমকালো অনুষ্ঠান করলেই এ কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে না যে এ প্রতিষ্ঠানটি দুইশত বছরের প্রাচীন একটি প্রতিষ্ঠান। কারণ এর উপর যে আগামী দিনে কোন না কোন গবেষক একটি চুলচেরা গবেষণা কর্ম পরিচালনা করবেন তা অবধারিত। তিনি যদি গবেষণার মাধ্যমে তথ্য প্রমাণ দিয়ে এ সিদ্ধান্ত পৌঁছান যে ১৮১০ সালে চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাকাল বলে কথিত দাবী সঠিক ও যথার্থ ছিল না তাহলে এর দুইশততম বার্ষীকি উদযাপনের জন্য আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে ইতিহাসের বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায়। আমি অন্তত: জেনেশুনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে রাজী নই। আমি বিশ্বাস করি যে অদ্য আমার ভিন্নমত পোষণ সেদিন তোলাবায়ে সাবেক্বীনকে অন্তত: অবাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে আবেগতাড়িত সিদ্ধান্তের জন্য পাইকারীভাবে দোষী সাব্যস্ত পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।

উপসংহার:

উপসংহারে বলতে চাই যে অত্যন্ত দু:খজনক হলেও সত্য যে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের নবীন প্রজন্ম কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার দুইশততম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানের সাথে ভিন্নমত পোষণের দরূণ আমাকে আজ অপরাধীর মত বিবেচিত করা হচ্ছে। এমনকি কেউ কেউ এ মন্তব্য করতেও দ্বিধা করছেনা যে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার সাথে হযরত মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) এর নাম যুক্ত হয়েছে তজ্জন্যই নাকি আমি এ মহতি উদ্যোগের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছি এমনকি মাদ্রাসায় রেকর্ড থেকে হাকীমিয়া কথাটিও মুছে দিতে চাচ্ছি! যারা এ ধরণের উদ্ভট চিন্তা করছে তাদের অধিকাংশই মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) এর সাথে রক্তের সম্পর্কে সম্পৃক্ত নয়। হলেও শুধুমাত্র মাতা কিংবা পিতার দিক দিয়ে সম্পৃক্ত। কিন্তু আমি বলিষ্ট কণ্ঠে দাবী করতে পারি যে আমি মায়ের সূত্রে যেমন মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) এর সাথে সম্পর্কিত (কারণ আমার নানীর নানী ছিলেন মৌং আব্দুল হাকীম (রা:) এর কন্যা) তদ্রূপ পিতার দিক দিয়েও মরহুমের সাথে সম্পৃক্ত (কারণ আমার দাদার দাদী ছিলেন মৌলানা আব্দুল হাকীম (রা:) এর বোন)। কাজেই আমার দ্বারা এমন কোন কর্ম সম্পাদন সম্ভব নয় যাতে তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে। বরং আমি এমন কোন

পদক্ষেপ গ্রহণের বিরোধিতা করছি যা মরহুম মৌলানা আব্দুল হাকীমকে সম্মানিত করার নামে একটি অবাস্তব ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে পারে। কারণ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক নেতা সাইয়িদ আহমদ শহীদ (রা:) এর খলীফা হওয়ার মর্যাদাই তাঁর জন্য অন্য যে কোন গৌরবের চাইতেও বড় সম্মানজনক। মরহুমের এ মর্যাদা তাঁকে যে সম্মানজনক আসনে সমাসীন করেছে তার কারণেই ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত চুনতী মাদাসাটির তাঁর পূণ্যময় স্মৃতির প্রতি নিবেদিত করে এর নামকরণ করা হয় হাকীমিয়া মাদ্রাসা রূপে।

চুনতী হাকীমিয়া মাদ্রাসার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে যাদের সন্দেহ রয়েছে তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি আঞ্জুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীনের কাছে একটি দাবী রাখতে চাই যে এ বিষয়টির প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের জন্য একটি গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা করা হোক যার আহবায়ক হবেন প্রফেসর ড. মুঈন উদ্দীন আহমদ খান এবং এর সদস্য হবেন প্রফেসর ড. শব্বীর আহমদ এবং প্রফেসর ড. আনওয়ারুল হক খতীবী। এরা বিষয়টির উপর গবেষণা পরিচালনা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তা সকলেই মেনে নেবেন এবং তদনুযায়ী মাদ্রাসার রেকর্ড পত্র ঠিক করা হবে। আবেগ তাড়িত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া মোটেই সমীচীন নয়।

* * *